**প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা**
**প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর**
**সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

# প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **বরিশাল**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১০ টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১. | **কালেক্টরেট ভবন, বরিশাল** | | বরিশাল সদর | ২২°৪২'০৫.১" উ.<br>৯০°২২'২২.৫" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০১ এপ্রিল, ২০০৪<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪২) | বরিশালের পুরাতন এ কালেক্টরেট ভবনটি নিম্ন-গাঙ্গেয় অববাহিকায় নির্মিত ঔপনিবেশিক শাসনামলের প্রথম প্রশাসনিক ভবন বলে মনে করা হয়। এ ভবনটি পাশ্চাত্য ও স্থানীয় ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণে নির্মিত। দোতলা এ ভবনটির দৈর্ঘ্য ৯৪ মিটার ও প্রস্থ ২১ মিটার। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এ ভবনটির সংস্কার করে ৮ জুন, ২০১৫ তারিখে বরিশাল বিভাগীয় জাদুঘর চালু করা হয় |
| ২. | **উত্তর কড়াপুর মিয়াবাড়ী জামে মসজিদ** | | বরিশাল সদর<br><br>ইউনিয়ন: রায়পাশা<br>গ্রাম: উত্তর কড়াপুর | ২২°৪৩'২৭.২" উ.<br>৯০°১৭'২০.৪" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৫) | ঐতিহাসিকদের মতে, আনুমানিক ১৮ শতকে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। দোতলাবিশিষ্ট মিঞাবাড়ি মসজিদটির কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। মসজিদটি স্থাপত্যশৈলী ঢাকার মুসাখান মসজিদ বা বেগম বাজার মসজিদের (করতলব খান মসজিদ) সদৃশ। মসজিদটি একটি উঁচু (৩.০২ মিটার) ভিতের উপর নির্মিত। মূল প্রার্থনা কক্ষ বা মসজিদ কক্ষের দৈর্ঘ্য ১৩.৪৯ মিটার প্রস্থ ৬.১০ মিটার। |
| ৩. | **নসরত গাজীর মসজিদ** | 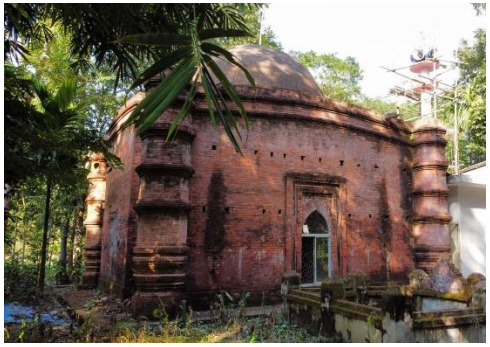 | বাকেরগঞ্জ<br><br>ইউনিয়ন: কবাই<br>গ্রাম: শিয়ালঘুনি | ২২°৩৩'০৯.১" উ.<br>৯০°২৬'২৩.৬" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ | বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত একগম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটির বক্রছাদ কার্ণিসযুক্ত এবং চার কোণায় ৪টি অষ্টকোণ আকৃতির মিনার রয়েছে। বাখরগঞ্জ জেলা গেজেটিয়ারে বর্ণনা থেকে জানা যায়, জনৈক নসরত গাজী কর্তৃক এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। জনশ্রুতি থেকে জানা যায়,মসজিদের গায়ে একটি শিলালিপি ছিল, যা হারিয়ে গেছে। তবে মসজিদটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১৬ শতকে নির্মিত বলে ধারণা করা হয় । |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৪. | **কসবা মসজিদ** | 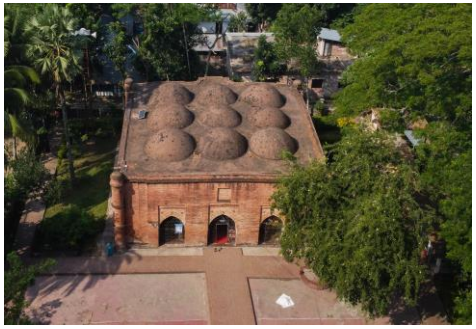 | গৌরনদী<br><br>ইউনিয়ন:চাঁদশী<br>গ্রাম: বড় কসবা<br>পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ড | ২২°৫৯'২০.৬" উ.<br>৯০°১৩'১৪.৮" পূ. | পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.১৭-৫৯/৫৬-ইস্ট<br><br>১০ জুন, ১৯৫৮ | নয়গম্বুজ বিশিষ্ট কসবা মসজিদে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। জনশ্রুতি রয়েছে যে, মুঘল কর্মকর্তা জনৈক সাবহি খান খ্রিস্টীয় ১৬ শতকে মসজিদটি নির্মাণ করেন। স্থানীয়ভাবে আল্লাহর মসজিদ নামে পরিচিত এ মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী বাগেরহাটের খান জাহান নির্মিত নয়গম্বুজ মসজিদ এবং খুলনার মসজিদকুর মসজিদের স্থাপত্যশৈলীর অনুরূপ। |
| ৫. | **কমলাপুর মসজিদ** | | গৌরনদী<br><br>ইউনিয়ন: খাঞ্জাপুর<br>গ্রাম: কমলাপুর | ২৩°০২'৪৭.৮" উ.<br>৯০°১৩'৪০.৯" পূ. | সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন: এলবি/১এ৪৬/৭৫/৫৭২<br><br>২০ নভেম্বর, ১৯৭৫ | তিন গম্বুজবিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ। জনশ্রুতি রয়েছে, মসজিদটি মাসুম খাঁ ও সুফি খাঁ নামক দুই ভ্রাতা কর্তৃক নির্মিত হয়। নির্মাণ রীতি দেখে ধারণা করা হয়, এ মসজিদটি ১৭ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটির দৈর্ঘ্য ১৭.২২ মিটার ও প্রস্থ ৮.০৮ মিটার। ১.৮৩ মিটার পুরু দেয়ালের পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। |
| ৬. | **সরকারের মঠ (মাহিলারা মঠ)** | | গৌরনদী<br><br>ইউনিয়ন: বাটাজোর<br>গ্রাম: চন্দ্রহার | ২২°৫৫'২৫.১" উ.<br>৯০°১৪'৪৫.৭" পূ | নয়াদিল্লীর শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও ভূমি অধিদপ্তরের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এফ.৪-৬(২)/৪২.এফ ও এল<br><br>১৪ এপ্রিল, ১৯৪২ | সরকারের মঠ নামে পরিচিত এ মাহিলারা মঠটি শিখরী (spired) মন্দির শিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। মঠটিতে কোন শিলালিপি পাওয়া যায়নি। তবে এর স্থাপত্যিক গঠনশৈলী দেখে অনুমান করা হয়, খ্রিস্টীয় ১৮ শতকে কোন এক সময়ে এ মঠটি নির্মাণ করা হয়। আরও জানা যায় যে, নবাব আলীবর্দী খাঁ এর আমলে সরকার রূপরাম দাশগুপ্ত এ মঠটি নির্মাণ করেন। মঠটি ভূমি থেকে প্রায় ২০.২১ মিটার উঁচু। ৩.৮৪ মিটার উঁচু বেদির উপর অষ্টভুজাকারে নির্মিত এ মঠের নিচের দিকের প্রতিটি ভুজ বা বাহুর দৈর্ঘ্য ১.৯১ মিটার। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৭. | **কাউরিয়া বড়দান্ত মিত্রের পঞ্চরত্ন মঠ** | 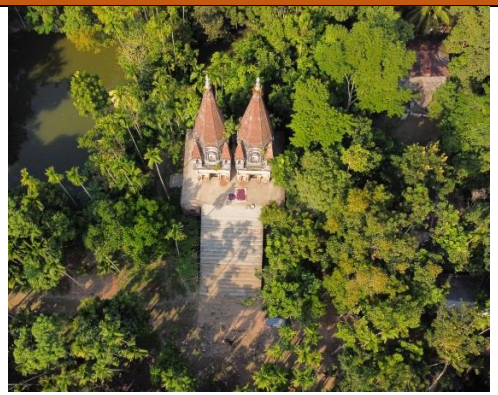 | হিজলা<br><br>ইউনিয়ন: গুয়াবাড়িয়া<br>গ্রাম: পূর্ব কোড়ালিয়া | ২২°৫৫'২৫.৩" উ.<br>৯০°২৭'৫৮.১" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০১ নভেম্বর,২০১৮<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৭) | বড়দাকান্ত মিত্র মঠটির দোতলার দেয়ালে বাংলা উৎকীর্ণ লিপি অনুযায়ী সন ১৩০৬, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মঠটি নির্মিত হয়। জানা যায়, তৎকালীন জমিদার বড়দাকান্ত মিত্র এ মঠটি নির্মাণ করেন। দোতলায় উঠার জন্য মঠটির দক্ষিণ দিক দিয়ে ২২ ধাপের একটি সিঁড়ি রয়েছে। দোতলার কক্ষ ২টির উপরে ১টি করে বড় গম্বুজ ও চারকোণে ৪টি করে ছোট গম্বুজ রয়েছে। বড়গম্বুজদ্বয় ষড়ভুজাকার শিখরবিশিষ্ট (hexagonal pyramid) এবং ছোট গম্বুজগুলো চতুর্ভুজাকার শিখরবিশিষ্ট (square based pyramid) বা চৌচালা। গম্বুজগুলোর উপরে ১টি করে অলংকৃত শীর্ষচূড়া (finial) রয়েছে। |
| ৮. | **উলানিয়া চৌধুরী বাড়ি পাক্কা বাড়ি ও কাচারিবাড়ি** | | মেহেন্দীগঞ্জ<br><br>ইউনিয়ন: উলানিয়া<br>গ্রাম: উলানিয়া | ২২°৫১'৩০.৮" উ.<br>৯০°৩৬'২৯.৬" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>০১ নভেম্বর, ২০১৮<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৫৭) | মুঘল আমলে মেহেন্দিগঞ্জের গোবিন্দপুরে শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে আগত মো. হানিফের জামাতা মো. হাবিজের পুত্র মো. সদরুদ্দিনের আমলে উলানিয়া জমিদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। সদরুদ্দিনের তিনপুত্র, কালারাজা চৌধুরী, নয়া রাজা চৌধুরী ও হাসান রাজা চৌধুরী জীবদ্দশায় খ্রি. ১৯ শতকের প্রথমভাগে উলানিয়া দিঘির পাড়ে প্রাচীরবেষ্টিত বসতি স্থাপন করে। উলানিয়া জমিদার বাড়িতে বর্তমানে টিকে থাকা পুরাকীর্তির মধ্যে ১টি দোতলা ভবন ও তিন গম্বুজবিশিষ্ট ১টি মসজিদ উল্লেখযোগ্য। |
| ৯. | **লাকুটিয়া জমিদার বাড়ি** | | বরিশাল সদর | ২২°৪১'৫৩" উ.<br>৯০°২১'৪৮" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br><br>২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩<br>(১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৬৯) | শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, রূপচন্দ্র রায় ১৭ শতকে লাকুটিয়া জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করেন। বাড়িটি ইট, পাথর ও চুন সুরকির গাঁথুনিতে নির্মিত। জমিদার বাড়িটিতে পাঁচটি মন্দির, দৃষ্টিনন্দন মঠ, সুবিশাল শান বাধানো দিঘী এবং কারুকার্য খচিত দ্বিতল প্রাসাদ রয়েছে। জমিদার বাড়ির স্থাপনা আটচালা দেউল রীতে তৈরি।যা কালে স্বাক্ষী হয়ে দাড়িয়ে আছে। |

| ক্রম | প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি | আলোকচিত্র | অবস্থান | জিও কো- অর্ডিনেট | প্রজ্ঞাপন/গেজেট | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ১০. | **শের-ই-বাংলা এ. কে ফজলুল হকের বিশ্রামাগার** | | বানারীপাড়া | ২২°৪৮'২৪" উ.<br>৯০°১১'৩৭" পূ. | বাংলাদেশ গেজেট<br>১৮ জুলাই ২০২৪<br>(১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪২২) | শের-ই-বাংলা বিশ্রামাগারটি বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলার চাখার ইউনিয়নের চাখার গ্রামে অবস্থিত। প্রত্নস্থলটি বরিশাল জেলার শহর থেকে ২৬ কি.মি.পশ্চিমে এবং ভাঙ্গা-বরিশাল হাইওয়ে থেকে ২২ কিমি. পশ্চিমে এবং বানারীপাড়া উপজেলা শহর থেকে ৬.৪ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। শের-ই-বাংলা এ. কে ফজলুল হক ১৯২১ সালে চাখারে তাঁর পৈতৃক বসতভিটায় বিশ্রামাগারটি নির্মাণ করেন। কর্মময় জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময় তিনি চাখারে তাঁর এ বিশ্রামাগারে অতিবাহিত করেন। বিশ্রামাগারটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। ব্রিটিশ আমলে নির্মিত একতলা বিশিষ্ট বিশ্রামাগারটির দেয়ালে ইট, বালি ও সিমেন্টের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। প্রবেশ পথ ও সামনের বারান্দায় বহুভাজ বিশিষ্ট স্তম্ভগুলোতে কিছু অলংকরণ রয়েছে। |